দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮

২০

Report

কিলাব : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে পড়লে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা গতকাল রাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে সড়ক অবরোধ করে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা মেলেনি আজ ও কাল পরীক্ষা হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ (মঙ্গলবার) ও আগামীকাল (বুধবার) নির্ধারিত ইংরেজী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ালেও সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাই নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবে তিন পৃঃ ২২ কঃ ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সত্যতাদাবীতে গতকাল রাতে রাজধানীর ইডেন ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে। কয়েক ঘণ্টার রাস্তা অবরোধে শহরজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের।

আজ এবং আগামীকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ২০০৬ সালের অনার্স দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আজ নতুন এবং আগামীকাল পুরাতন সিলেবাসের পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল বিকালে ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব। এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁসের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তীতে ওই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এরপর ১২ ও ১৩ জানুয়ারী বাতিল হওয়া পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আগের দিন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে আবারও পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয় এবং আজ ও আগামীকাল নতুন তারিখ ঘোষণা করে।

গত রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছড়িয়ে পড়লে ইডেন ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভের পাশাপাশি সড়ক অবরোধ করে। এ সময় নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশ না নেয়ার ঘোষণা দেয় তারা। তাছাড়া অটো পাস ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে রাস্তায় অবস্থান নেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখে ছাত্র-ছাত্রীরা। এ সময় আজিমপুর চৌরাস্তা থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। নীলক্ষেত, বিটিআরটি, মিরপুর রোডসহ গোটা এলাকার যানবাহন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের কারণে ধানমন্ডি, শাহবাগ, মিরপুর রোড, আজিমপুরসহ পুরান ও মধ্য ঢাকায় সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় অবরুদ্ধ অবস্থায় মানুষকে চরম ভোগান্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। পরে পুলিশের সহায়তায় অবরোধ তুলে নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। ঢাকা কলেজের প্রবেশ পথে অবস্থান নেয় পুলিশ।

গত ৩ জানুয়ারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল। তখন সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিন দফা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর রাশেদুল হাসান রাতে ইনকিলাবকে জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর সত্য নয়। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের তিন প্রফেসর মোহাম্মদ বিন কাশেম বলেন, দু'বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় এবার সর্বোচ্চ সতর্কতা নেয়া হয়েছে। কিন্তু একটা চক্র সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ গুজব ছড়িয়েছে বলে জানান তিনি।

ছাত্র বিক্ষোভ

তিতুমীর কলেজের ছাত্ররাও রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিক্ষোভ শুরু করে এবং কলেজের সামনের রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়। পরে পুলিশ এসে ছাত্রদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

খুলনা ব্যুরো : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজী (আবশ্যিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। গতকাল (সোমবার) বিকেলে খুলনা বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গেটে এবং কলেজ সংলগ্ন সৌলতপুরের বিভিন্ন স্থানে ফটোকপির দোকানে প্রশ্নপত্র বিক্রি হতে দেখা গেছে। নগরীর বিভিন্ন কলেজের গত পাস শিক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করতে দেখা যায়। প্রশ্নপত্র সংগ্রহকারী কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানায়, প্রথম দফায় ১২ ডিসেম্বরের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সাথে পরীক্ষার হলে দেয়া প্রশ্নের মিল ছিল। তাই আমরা মনে করছি এবারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবকও একই কথা জানিয়েছেন। সরেজমিনে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে ১৭ টাকা দিয়ে সৌলতপুর কেসিসি মার্কেটের ফটোকপি দোকান হতে হাতে দেখা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে দেখা গেছে।

ইতিপূর্বে গত ১২ ডিসেম্বর ও ১১ জানুয়ারী পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করা হলে তারা জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি তারা শুনেছেন। তবে প্রশ্নপত্র আসলেই ফাঁস হয়েছে কিনা তা অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাথে তুলনা করা হলে বোঝা যাবে বলে তারা মনে করছেন।

নরসিংদী জেলা সংবাদদাতা জানান, অনার্স ২য় বর্ষের ইংরেজী আবশ্যিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে গতকাল সোমবার রাতে ছাপানো প্রশ্নপত্রের ফটোকপি নরসিংদীতে অবাধে বিক্রি হয়েছে। নরসিংদী সরকারী কলেজের আশপাশের ফটোস্ট্যাটের দোকানে রাত আটটা থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে অনার্স ২য় বর্ষ পরীক্ষা ২০০৮-এর ইংরেজী আবশ্যিক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। বিভিন্ন ফটোস্ট্যাটের দোকানে গিয়ে সাংবাদিকরা ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নপত্রসংগ্রহ করে। প্রশ্নপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় Eassyতে এসেছে Tea plantation এবং Flood in Bangladesh ৯ নং প্রশ্নের কারেকশনে এসেছে I Saw him going over the hill paragrap এসেছে মেয়েরা মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে। কারেকশনে এসেছে He is pond of read potery equal to reading রিরাইটে এসেছে He is too weak to carry the load Fill in the blank এ এসেছে I saw the man warking in the field এ ব্যাপারে নরসিংদী সরকারী কলেজের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা হলে, তারা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান।